চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহনে ভোক্তা অধিকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা ও কৃষি বিপণনে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা বারোটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু। এতে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। সভাটি ব্যবস্থাপনা করেন, জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা । আর সভাটি সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন, চুয়াডাঙ্গা দোকার মালিক সমিতি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জেলা তথ্য অফিস চুয়াডাঙ্গা।

সভার শুরুতে আলোচনা করা হয় নিত্যপণ্যসহ সবধরনের বাজারদর ও বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে বাজারের কোনো পন্যের তালিকায় মুল্য লেখা থাকে না। দিন দিন বাজার অস্বাভাবিক কেন হয় তা নিয়েও আলোচনা করেন। বাজার তদারকি ও বাজার মনিটরিং কিভাবে আরো জোরদার করা যায় সেই লক্ষে কাজ করা হবে। এতে বাজারের পণ্যের দাম ঠিক রাখতে হলে যা করণিয় তা করতে হবে বলে আলোচনা করা হয়।

এসময় সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সব মানুষই ভোক্তা। যিনি বিক্রেতা তিনিও কখনো কখনো ক্রেতা। আমাদের নৈতিকতা ঠিক থাকলে ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা নিরাপদ খাদ্য পাবো। আর বাজারের নৈতিকতা ঠিক রেখে ব্যবস করতে হবে। অসাধু ভাবে ব্যবসা করা যাবে না। বাজার সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে। বাজারের বর্জ মাতাভাঙ্গা নদীতে ফেলা যাবে না। ব্যবসায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। তাহলে ব্যবসার মর্যাদা থাকবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল

ইসলাম, পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, বাজার কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার, প্রচার সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের ব্যবসায়ীগণ।

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ সকাল সাড়ে নয়টার সময় সার্বজনীন দূর্গা মন্দির বড়বাজার হতে শোভাযাত্রা শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম, চুয়াডাঙ্গা বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ডাঃ মার্টিন হীরক চৌধুরী, ডিআইও-১, ডিএসবি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান সহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

এছাড়াও সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল), অফিসার ইনচার্জ (দর্শনা থানা), অফিসার ইনচার্জ (আলমডাঙ্গা থানা) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে অফিসার ও ফোর্সের সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আয়োজন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন।

মেহেরপুরে শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যুগবতার ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১ টায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ায় মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মেহেরপুরের সহকারী পরিচালকের কার্যালয়ে এই প্রার্থণা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এড. শম্ভুনাথ রায়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামিম হোসেন। জয়ন্ত কুমার সাহার সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুজা উৎযাপন কমিটি মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, মেহেরপুরের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ শামিম হোসেন বলেন, ‘আমাদের দেশে আগে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির যে দৃঢ় বন্ধন ছিলো মাঝে কিছু কারণে সে বন্ধনের দৃঢ়তা কমে গিয়েছিল, শেখ হাসিনার নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপে এই বন্ধন আবার দৃঢ় হচ্ছে। আমাদের সন্তানদের জাত পাত ও ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে রেখে মানুষ হিসেবে গড়ে তেলার দ্বায়িত্ব আমাদেরই। ‘

পরে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীতাপাঠ, পুজার্চনাসহ ধর্মীয় রীতিতে প্রার্থনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির ৪৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।আজ শনিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের মাঠ প্রাঙ্গনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য খন্দকার আব্দুর জব্বার সোনা। এসময় সভাটি আয়োজন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি।

আলোচনার শুরুতে দলের কার্যক্রম ও দল আরো শক্তিশালী করার লক্ষে দলের নেতাকর্মিদের সাথে আলোচনা করা হয়।

সভার প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ- কোষাধ্যক্ষ মাহবুব হাসান খান বাবু বলেন, এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে। অরাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশ অধপতনে যাবে। তাই সরকারের পদত্যাগ করাতে হবে। বিএনপির আদর্শকে লালন করে আগামী নির্বাচনে বিএনপি জয়যুক্ত করতে হবে। বিএনপির জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে দেশে উন্নয়ন হয়েছে। আওয়ামী লীগের কারণে আজ দেশ জাহান্নামে চলে গেছে। শেখ হাসিনার সরকার অত্যাচারি সরকার। ১৫ টি বছর দেশের গণতন্ত্র হত্যা করছে। এখানো নীল নকশা করে যাচ্ছে। এই অবৈধ সরকারকে বিতাড়িত করে পতন ঘটানো। এতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। বাংলাদেশের ভোট অধিকার দিতে হবে। এই ভোট চোরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হবে।
তিনি আরো বলেন, বিএনপির তরুণ দলরাই পারবে এ দেশকে জুলুম ও নির্যাতন সরকারের বাঁচাতে। আগামি দিনই তারেক জিয়ার নেতৃত্বে এ দেশের গণতন্ত্র ফিরে আসবে। আজ বিএনপি দলকে সমর্থন করছে। তাই আগামি দিনের নেতা তারেক জিয়া। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে। গণতন্ত্র ফিরে আসতে হলে সবাইকে লড়তে হবে। শেখ হাসিনার সরকার ভোট চুরির সরকার। আওয়ামী লীগের রক্তের মধ্যে ভোট চুরি করছে। বাংলাদেশ যতদিন আছে ততদিন এই বিএনপি দল থাকবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব

শরীফুজ্জামান শরীফ, চুয়াডাঙ্গা জাসদ দলের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি পাপেন, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেকুল ইসলাম, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহিন, আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, দামুড়হুদা উপজেলা সদর বিএনপির সভাপতি কুতুবউদ্দিন, মোনহারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুল সরদার, পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী, কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লালন, আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফরজ আলী, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত দলের সকল নেতাকর্মীবৃন্দ।

গাংনীত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে ১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ নিহত সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি

রেজাউল হক মাস্টার, উপ দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবান, গাংনী উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, সদস্য সচিব জীবন আকবর গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক রুবেল হোসেন, সদস্য সচিব আশিকুজ্জামান পিন্টু, উপজেলা কৃষকলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহামুদ হাসিব, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহীন রেজা।

মেহেরপুরে ইসলাম প্রসারে ও প্রচার নিয়ে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট স্মরনে মাসব্যাপী কর্মসূচির শেষ দিনে ইসলাম প্রসারে ও প্রচারে বঙ্গবন্ধু ও তার কণ্যা শেখ হাসিনার অবদান নিয়ে ইমাম ও মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা হাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন, সদর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি রোকনুজ্জামান, পৌর ইমাম সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও বিএমএ’র সভাপতি ডাক্তার আবু তাহের। বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানা চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,যার জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না এবং আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম, ইতিহাসের মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা এই আগস্ট মাসে হারিয়েছি। শোকাবহ আগস্টের সেই কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ-তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি দৃঢ় নীতি, আদর্শ ও সঙ্কল্পবোধ নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে-বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বারবার নেতৃত্ব দিয়েছেন-জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেইনি। আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আমরা তুলে দিয়ে সেদিন আমরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলাম। আজ তা প্রমাণিত। জাতির জনক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর

চেতনা ধারণ করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করেছেন। তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সাথে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে জাতিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী। ওসি অপারেশন শফিউল আলম, সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু সহ দামুড়হুদা মডেল থানার কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শেখর চন্দ্র মল্লিক।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব

হোসেন।

ইনেস্ট্রাকটার জামাল হোসেনের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন,আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমান আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,কাউন্সিলর মজিবুল হক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহেল কাফি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা নাজমুল হোসেন, জিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম,সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহবুবুর রহমান,সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা মাধ্যমে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ম্যানেজার শেফালী বেগম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দীপু,হাফেজ ওমর ফারুক, কাউন্সিলরুল জহুরুল ইসলাম স্বপন, ডাক্তার মনজুরুল হক বেলু প্রমুখ। এর আগে একটি র্যালী শহর প্রদক্ষিণ করে।

জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর থানা পুলিশের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,যার জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না এবং আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম, ইতিহাসের মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের

নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা এই আগস্ট মাসে হারিয়েছি। শোকাবহ আগস্টের সেই কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ-তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি দৃঢ় নীতি, আদর্শ ও সঙ্কল্পবোধ নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে-বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বারবার নেতৃত্ব দিয়েছেন-জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেইনি। আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আমরা তুলে দিয়ে সেদিন আমরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলাম। আজ তা প্রমাণিত। জাতির জনক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করেছেন। তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সাথে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে জাতিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি)এম এস জাবীদ হাসান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা ১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, পরাজিত শক্তির বিপক্ষে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে লাখো মা-বোনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে, ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছে, যুব সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং গুলি করে হত্যা করেছে। যুদ্ধের ৫২ বছর পার হয়ে ৫৩ বছর হতে চলেছে। আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম তারা কিন্তু এখন ভুলে নাই। তারা এখনো প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আগে যেমন দেশী বিদেশী আমেরিকা, পাকিস্তান, আলবদর, আলশাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে স্বাধীনতা বিচলিত হবে, কেউ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে না। কেউ আওয়ামীলীগ সংগঠনের কথা শুনবে না। তারা কখনো ভাবেনি এক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এখন হাজারো বঙ্গবন্ধু হাজারো ঘরে ঘরে আছে।

তিনি আরো বলেন, যারা সত্যি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, তবে তারই কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশকে যখন বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এটা দেখে পরাজিত শত্রুরা আবারো মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই দেশ যারা চাইনি, এদেশে কিছু হোক তারা এখনো চাইনা।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন,

জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আআওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, আমিরুল ইসলাম মন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যার ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যার কাজি মারজাহান নিতু, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু সাইদ পিন্টু, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান চঞ্চল, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌরসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।